International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 87-96
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.199

খিলাফত কি রাষ্ট্রব্যবস্থা উপযোগী? একটি দার্শনিক আলোচনা

নওয়াজ শরিফ

রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 22.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The concept of the Caliphate is a significant and foundational idea in the history of Islamic political thought. It envisions the establishment of a moral state system through the integration of religious and political leadership. The term "Caliphate" literally means "representation" or "succession," indicating that the Caliph is not merely a ruler but a bearer of divine responsibility. This representative notion elevates the state from a mere structure of power to a moral institution.

In Western political philosophy, the Social Contract Theory explains the origin of the state as the result of mutual agreements among individuals, as the state of nature was considered highly insecure and undesirable. Thinkers such as Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau are central to this tradition. Hobbes views the state as a powerful authority necessary for security, Locke sees it as a protector of individual liberty, and Rousseau grounds it in popular sovereignty. In contrast, the Caliphate conceives the state as a "divine trust," where the ruler is accountable both to the people and to God.

In terms of justice, there exists a fundamental difference between John Rawls's theory of "justice as fairness" and the concept of divine justice in the Caliphate. Similarly, comparisons can be drawn between Plato's idea of the ideal state and the Caliphate's notion of moral leadership, revealing both similarities and differences.

This article analyzes the concepts of the Caliphate, Imamate, representation, justice, freedom, pluralism, power, and their relationship with the modern state system. It argues that while the Caliphate remains significant as a moral ideal, its practical implementation in the contemporary world presents considerable challenges.

ভূমিকা: রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও প্রতিনিধিত্ব:

রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক কাঠামো নয়; এটি একটি নৈতিক ও দার্শনিক প্রতিষ্ঠান। প্লেটো রাষ্ট্রকে ন্যায়ের বাস্তব রূপ হিসেবে দেখেছিলেন, যেখানে শাসক হবেন জ্ঞানী ও নৈতিক। এরিস্টটল রাষ্ট্রকে মানুষের নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেন। ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তায় খিলাফত এই নৈতিক রাষ্ট্র ধারণাকে একটি বিশেষ মাত্রা প্রদান করে। খিলাফত শব্দটির অর্থ 'প্রতিনিধিত্ব'— অর্থাৎ খলিফা ক্ষমতার মালিক নন; বরং তিনি একজন প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্ব দ্বৈত—আল্লাহর প্রতিনিধিনবী মুহাম্মদ (সা.)- এর উত্তরসূরি এখানে রাষ্ট্র একটি আমানত, এবং শাসন একটি দায়িত্ব। ফলে খিলাফত রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে।

খিলাফতের ধারণা: প্রতিনিধিত্ব ও উত্তরাধিকার:

খিলাফত একটি ধারাবাহিক নেতৃত্বব্যবস্থা, যেখানে খলিফা পূর্ববর্তী নেতৃত্বের উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এখানে শাসনের উদ্দেশ্য ক্ষমতা অর্জন নয়; বরং দায়িত্ব পালন। এই ধারণা আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারণা থেকে ভিন্ন, যেখানে ক্ষমতা অনেক সময় স্বার্থের সাথে যুক্ত থাকে। খিলাফতের এই প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণা রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক দায়িত্বে পরিণত করে।

প্রতিনিধিত্ব (Representation)

খলিফা মূলত মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধি। তিনি নিজের ইচ্ছামতো শাসন করেন না, বরং—

- কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন
- জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করেন
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন

অর্থাৎ, খলিফা জনগণের পক্ষ থেকে শাসন করেন এবং তাদের কাছে জবাবদিহি থাকেন। এই প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণা খিলাফতকে একটি নৈতিক ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় পরিণত করে।

উত্তরাধিকার (Succession):

খিলাফতে নেতৃত্ব ধারাবাহিকভাবে এক ব্যক্তির পর আরেক ব্যক্তির হাতে অর্পিত হয়। এই উত্তরাধিকার সবসময় বংশগত নয়; বরং—

যোগ্যতা (যোগ্য নেতৃত্ব)

খলিফা হওয়ার জন্য শুধু বংশ বা ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, বরং কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণ থাকা জরুরি—

- **ধর্মীয় জ্ঞান**: কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা
- **ন্যায়পরায়ণতা**: সঠিক বিচার করার ক্ষমতা
- **নেতৃত্বদক্ষতা**: রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা
- **নৈতিকতা**: সৎ, আমানতদার ও দায়িত্বশীল হওয়া

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উম্মাহকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে, তাকেই নেতা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

পরামর্শ (শুরা)

খিলাফতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়া হয় না, বরং **পরামর্শের মাধ্যমে (শুরা)** নেওয়া হয়।

- সমাজের জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা হয়
- তাদের মতামত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
- এটি নেতৃত্বকে স্বেচ্ছাচারিতা থেকে রক্ষা করে

উদাহরণ: উসমান (রা.)-কে নির্বাচনের সময় ৬ সদস্যের একটি শুরা কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

জনগণের সম্মতি (বায়আত)

খলিফা নির্বাচনের পর জনগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, এটাকে বলা হয় **বায়আত**।

- এটি এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তি
- জনগণ স্বেচ্ছায় খলিফাকে নেতা হিসেবে মেনে নেয়
- খলিফাও প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি ন্যায়ভাবে শাসন করবেন

অর্থাৎ, জনগণের সমর্থন ছাড়া খিলাফতের বৈধতা পূর্ণ হয় না

এভাবে এক খলিফা থেকে অন্য খলিফার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

ইমামত ও খিলাফত: নেতৃত্বের দার্শনিক রূপ

ইমামত ধারণা খিলাফতের আধ্যাত্মিক দিককে নির্দেশ করে। ইমাম কেবল প্রশাসক নন; বরং তিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নেতৃত্ব

ইমামত ধারণায় নেতা কেবল প্রশাসনিক কাজ করেন না; তিনি মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ও নৈতিক শুদ্ধতা নিশ্চিত করেন।

- ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ নয়, বরং মানুষের মধ্যে সৎ চরিত্র গঠন করা জরুরি।
- একজন ইমাম/খলিফা নিজে নৈতিকতার উদাহরণ হয়ে সমাজকে প্রভাবিত করেন।
- তিনি অন্যায়, দুর্নীতি ও অনৈতিকতা দূর করে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

অর্থাৎ, নেতৃত্ব এখানে "শাসন" নয়, বরং "মানুষ গঠন"।

জ্ঞানভিত্তিক বা দার্শনিক নেতৃত্ব (Philosophical Leadership)

ইমাম বা খলিফা হতে হলে শুধু ক্ষমতা থাকলেই হয় না; প্রয়োজন গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধি।

- তিনি ধর্মীয় জ্ঞান (কুরআন-হাদিস) এবং বাস্তব জীবনের জ্ঞান— উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষ হন।
- সমাজের জটিল সমস্যা যেমন— ন্যায়বিচার, অর্থনীতি, যুদ্ধ-শান্তি— এসব বিষয়ে যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত দেন।
- তার সিদ্ধান্ত আবেগ নয়, বরং জ্ঞান ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে হয়।

তাই এই নেতৃত্বকে "দার্শনিক নেতৃত্ব" বলা হয়।

Plato-এর Philosopher-King এর সাথে সাদৃশ্য

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো মনে করতেন, আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে একজন দার্শনিক-রাজা (philosopher-king)— যিনি জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ।

- ইমামত ধারণায়ও নেতা একইভাবে জ্ঞান ও নৈতিকতার ভিত্তিতে শাসন করেন।
- উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হলো— ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন।
- পার্থক্য হলো: প্লেটোর ধারণা দার্শনিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে, আর ইমামত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাই ইমামকে অনেক সময় "আধ্যাত্মিক philosopher-king" বলা হয়।

রাজনীতি ও নৈতিকতার ঐক্য

ইমামত ও খিলাফতে রাজনীতি কখনো নৈতিকতা থেকে আলাদা নয়।

- আধুনিক অনেক ব্যবস্থায় রাজনীতি ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম হলেও, এখানে তা নৈতিক দায়িত্ব (Amanah)।
- শাসককে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে— এই ধারণা তাকে দায়িত্বশীল করে তোলে।
- ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার কমে এবং শাসন হয় ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে।

অর্থাৎ, "রাজনীতি = নৈতিক দায়িত্ব"।

জনগণের পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা

ইমাম/খলিফা শুধু প্রশাসক নন; তিনি একজন Guide বা পথপ্রদর্শক।

- তিনি মানুষকে সঠিক পথ (সত্য, ন্যায়, ধর্ম) দেখান।
- সমাজে বিভ্রান্তি বা সংকট হলে তিনি সঠিক দিকনির্দেশনা দেন।

- জনগণের কল্যাণ, ঐক্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করেন।

তাই তিনি "Leader" হওয়ার পাশাপাশি "Mentor" বা "Guide"

সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব বনাম খিলাফত

সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব আধুনিক রাষ্ট্র দর্শনের একটি মৌলিক ভিত্তি, যা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বৈধতা ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়। থমাস হবস, জন লক এবং জ্যাঁ জাক রুশো এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা।

Social Contract Theory–

সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের মূল কথা হলো— মানুষ প্রথমে কোনো রাষ্ট্র বা আইন ছাড়া "প্রাকৃতিক অবস্থায়" (state of nature) মানুষ বসবাস করত। নিজেরা নিজেদের মত বসবাস করত কিন্তু আসতে সেই অবস্থার পরিবর্তন ও সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে ফলে নিজেদের মধ্যে এক ধরনের "চুক্তি" করে রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়োজন মনে করল।

এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা তিনজন দার্শনিক ভিন্নভাবে দিয়েছেন।

Thomas Hobbes– ভয় ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র

হবস মনে করেন, মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা খুবই ভয়ংকর ছিল। সেখানে কোনো আইন বা শাসক ছিল না, ফলে সবাই নিজের স্বার্থে চলত। এতে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ, যুদ্ধ, অনিরাপত্তা তৈরি হতো। তিনি এই অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— "solitary, poor, nasty, brutish and short"

এই বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ একটি চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের সব ক্ষমতা একটি শক্তিশালী শাসকের হাতে তুলে দেয়। অর্থাৎ মানুষ তাদের স্বাধীনতা কিছুটা ত্যাগ করে নিরাপত্তা তাগিদে রাষ্ট্র ও শাসকের উদ্ভব করলেন। মূল কথা হল নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য মানুষ শক্তিশালী রাষ্ট্র মেনে নেয়।

John Locke– অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র

লক হবসের মতো এতটা নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। তিনি বলেন, মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থায় কিছু সমস্যা থাকলেও মানুষ পুরোপুরি খারাপ নয়।

মানুষ জন্মগতভাবে কিছু মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মায়:

- জীবন (Life)
- স্বাধীনতা (Liberty)
- সম্পত্তি (Property)

কিন্তু এই অধিকারগুলো সুরক্ষিত করার জন্য একটি সংগঠিত রাষ্ট্র প্রয়োজন। তাই মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল মানুষের সকল অধিকার রক্ষা করা যদি শাসক বা সরকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জনগণের অধিকার আছে তাকে পরিবর্তন করার। মূল কথা রাষ্ট্র মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য, শাসকের শোষণ করার জন্য নয়।

Jean-Jacques Rousseau– জনগণের ইচ্ছাই সর্বোচ্চ

রুশো মনে করেন, প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই সম্ভব যখন মানুষ নিজেই নিজের জন্য আইন তৈরি করে।তিনি "general will" বা "সাধারণ ইচ্ছা" ধারণা দেন—এটি হলো পুরো জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও রাষ্ট্র এই ইচ্ছার ভিত্তিতে চলবে। এখানে শাসক আলাদা কোনো ক্ষমতার উৎস নয়— প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের মধ্যেই থাকে

Khilafah–

খিলাফত একটি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। এখানে মূল ধারণা হলো— মানুষ নিজের ইচ্ছামতো আইন বানাতে পারে না বরং আল্লাহ প্রদত্ত আইন (শরিয়াহ) অনুসরণ করতে হয়ে খলিফা (শাসক) নির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন। তাকে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী শাসন করতে হয়। অন্যায় করলে তাকে প্রশ্ন করা যায় সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, মানুষ সেই বিধান বাস্তবায়ন করে।

Social Contract ও Khilafah– সম্পর্ক (গভীর ব্যাখ্যা)

এখন সম্পর্কটা শুধু মিল-অমিল নয়, ধারণাগতভাবে বুঝি।

বৈধতার প্রশ্ন (Legitimacy)

Social Contract-এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৈধতা আসে জনগণের সম্মতি থেকে এবং Khilafah-এ বৈধতা আসে আল্লাহর বিধান থেকে। এখানে মূল পার্থক্য হল —একটি "মানুষের অনুমোদন", অন্যটি "ঈশ্বরের অনুমোদন"

জনগণের ভূমিকা

Social Contract এর ক্ষেত্রে জনগণ রাষ্ট্র তৈরি করে এবং পরিবর্তন করতে পারে এবং Khilafah: জনগণ খলিফা নির্বাচন করতে পারে, পরামর্শ দিতে পারে (শুরা)। কিন্তু আইন পরিবর্তনের ক্ষমতা সীমিত অর্থাৎ, খিলাফতে জনগণের অংশগ্রহণ আছে, কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতা নয়

আইনের উৎস

Social Contract এ আইন মানুষের তৈরি, সময় অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য এবং Khilafah: আইন নির্ধারিত কুরআন-হাদিস

মিল কোথায়?

দুটোর মধ্যে কিছু ধারণায় প্রচুর অমিল থাকলেও অনেক মিল আছে— ওদুটোতেই শাসকের দায়িত্ব জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা দুটোতেই শাসকের জবাবদিহিতা (accountability) আছে Khilafah-এর "শুরা" কিছুটা Social Contract-এর আলোচনার মতো

ন্যায়বিচার: মানবিক না ঐশী?

ন্যায়বিচার রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনে জন রলস তাঁর "justice as fairness" তত্ত্বের মাধ্যমে ন্যায়ের একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। রলস বলেন, যদি মানুষ "veil of ignorance"- এর আড়ালে থেকে সমাজের নিয়ম নির্ধারণ করে— অর্থাৎ তারা জানে না তারা ধনী না গরিব, শক্তিশালী না দুর্বল— তাহলে তারা এমন একটি ন্যায়ের ব্যবস্থা তৈরি করবে, যা সবার জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। এই ধারণা ন্যায়কে মানবিক যুক্তি ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করে।

খিলাফতে ন্যায়বিচারের ধারণা ভিন্ন। এখানে ন্যায় আল্লাহর বিধানের উপর নির্ভরশীল। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে নৈতিক নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী বিচার করা হয়। কিন্তু এখানে একটি জটিল সমস্যা দেখা দেয়— ঈশ্বরের ন্যায় কে ব্যাখ্যা করবে? কারণ বাস্তবে মানুষই ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে, এবং এই ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে পারে। ফলে একই ধর্মীয় ভিত্তি থেকেও ভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি হতে পারে। এছাড়া আধুনিক মানবাধিকার ধারণা— যেখানে সকল মানুষ সমান— তা খিলাফতের ঐতিহাসিক কাঠামোর সঙ্গে সবসময় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই বলা যায়, খিলাফতের ন্যায়বিচার একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি প্রদান করলেও এর প্রয়োগে ব্যাখ্যাগত সমস্যা বিদ্যমান।

স্বাধীনতা: সীমাবদ্ধতা না পরিপূর্ণতা

স্বাধীনতা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো দার্শনিকরা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে বিবেচনা করেন। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা মূলত "negative freedom"— অর্থাৎ, বাহ্যিক বাধা থেকে মুক্ত থাকার স্বাধীনতা।কিন্তু খিলাফতে স্বাধীনতার ধারণা ভিন্ন। এখানে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নয়; বরং এটি নৈতিক ও ধর্মীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এই ধারণাকে "positive freedom" বলা যেতে পারে— অর্থাৎ, মানুষ যেন সঠিক ও নৈতিক কাজ করার স্বাধীনতা পায়। খিলাফতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ তা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন ওঠে— কে নির্ধারণ করবে কোনটি 'সঠিক' বা 'নৈতিক'? এই প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর নেই। ফলে খিলাফতের স্বাধীনতা ধারণা একদিকে নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে।

বহুত্ববাদ: আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

বর্তমান বিশ্ব বহুত্ববাদী— এখানে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও মতাদর্শের মানুষ একসাথে বসবাস করে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি হলো— সকল নাগরিকের সমান অধিকার। খিলাফতে ঐতিহাসিকভাবে একটা ব্যবস্থা প্রচলন ছিল "ধিম্মি" ব্যবস্থা। ধিম্মিত্ব বলতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের, প্রধানত ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের, মর্যাদাকে বোঝায়। এই মর্যাদা নির্দিষ্ট কিছু বাধ্যবাধকতার বিনিময়ে তাদের সুরক্ষা এবং কিছু অধিকার প্রদান করে। "কিতাবধারী" হিসেবে স্বীকৃত *ধিম্মিদেরকে* তাদের ধর্ম পালনের অনুমতি দেওয়া হয়, যদিও তা আইনি এবং সামাজিক বিধিনিষেধের অধীনে থাকে। আরবি শব্দ *'ধিম্মা'-র*অর্থ সুরক্ষা এবং *'ধিম্মি'*বলতে একজন সুরক্ষিত ব্যক্তিকে বোঝায়, যা তাদের সুরক্ষার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বিশেষ করে অমুসলিমদের সুরক্ষা দেওয়া হতো, কিন্তু তারা মুসলিমদের সমান রাজনৈতিক মর্যাদা পেত না বলে মনে করা হয়। এই ব্যবস্থা সেই সময়ের জন্য প্রগতিশীল হলেও আধুনিক গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে এটি সমতার ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া আধুনিক সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খিলাফত কি এই বহুমাত্রিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। খিলাফতের নৈতিক কাঠামো একদিকে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে, কিন্তু অন্যদিকে বহুত্ববাদী সমাজে এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হতে পারে।

ক্ষমতা ও দুর্নীতি: আদর্শ বনাম বাস্তবতা

খিলাফতকে তাত্ত্বিকভাবে একটি নৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও বাস্তব ইতিহাসে এর প্রয়োগ সবসময় আদর্শ ছিল না। এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে ক্ষমতা ও তার অপব্যবহার নিয়ে দার্শনিক আলোচনায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। লর্ড অ্যাক্টনের বিখ্যাত উক্তি "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"—। উক্তিটি আসল উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি সতর্কবার্তা। উক্তিটি বোঝায় যে, জবাবদিহিতা ছাড়া ক্ষমতা (Unchecked power) মানুষকে ধীরে ধীরে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে এবং শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতাহীন করে ফেলে। তিনি রাষ্ট্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে নির্দেশ করে। খিলাফতের প্রাথমিক যুগ, বিশেষত রাশিদুন খিলাফতের সময়, নৈতিক শাসনের একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে খলিফারা নিজেদেরকে জনগণের সেবক হিসেবে দেখতেন এবং জবাবদিহিতার একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের সময় এই নৈতিক আদর্শ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শাসনব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে রাজতান্ত্রিক ও বংশানুক্রমিক রূপ ধারণ করে এবং নৈতিকতার প্রশ্ন দেখা দেয়। এখানে একটি মৌলিক দার্শনিক সমস্যা উঠে

আসে— কোনো নৈতিক আদর্শ কি ক্ষমতার বাস্তব কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে? ম্যাকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে বলেন, বাস্তব রাজনীতিতে নৈতিকতা সবসময় কার্যকর নয়; বরং ক্ষমতা ধরে রাখাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফতের আদর্শিক কাঠামো বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দেখা যায়, খিলাফত একটি নৈতিক আদর্শ হিসেবে শক্তিশালী হলেও বাস্তব প্রয়োগে তা ক্ষমতার রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

দার্শনিক তুলনা: খিলাফত ও অন্যান্য রাষ্ট্রদর্শন

খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গভীরভাবে বোঝার জন্য এটিকে বিভিন্ন প্রভাবশালী দার্শনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তুলনা খিলাফতের নৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক কাঠামো এবং সীমাবদ্ধতাগুলোকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

(ক) প্লেটো: আদর্শ রাষ্ট্র ও নৈতিক নেতৃত্ব

প্লেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Republic*-এ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা উপস্থাপন করেন, যেখানে শাসক হবেন "philosopher-king"— অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যিনি জ্ঞান, যুক্তি এবং নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন। প্লেটোর মতে, সাধারণ মানুষ আবেগ ও অজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া উচিত নয়; বরং এমন ব্যক্তির হাতে দেওয়া উচিত, যিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রকৃত ধারণা উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই ধারণার সঙ্গে খিলাফতের খলিফার ভূমিকার একটি গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। খিলাফতে খলিফাকে কেবল প্রশাসনিক দক্ষতার ভিত্তিতে নয়, বরং নৈতিকতা, ধর্মীয় জ্ঞান এবং ন্যায়বোধের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। খলিফা একজন নৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত, যিনি সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্লেটোর রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে যুক্তিনির্ভর, যেখানে সত্যের ধারণা দর্শনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কিন্তু খিলাফতে নৈতিকতার উৎস যুক্তি নয়; বরং ঐশী বিধান। ফলে খিলাফতের নৈতিকতা একটি ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা প্লেটোর দর্শন থেকে ভিন্ন।অতএব, বলা যায় যে খিলাফত প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে নৈতিকতার দিক থেকে মিল থাকলেও এর ভিত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন— একটি যুক্তিনির্ভর, অন্যটি ঐশীনির্ভর।

(খ) রলস: ন্যায় ও সমতা

জন রলস আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনে ন্যায়বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেন, যা "justice as fairness" নামে পরিচিত। তিনি বলেন, একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের জন্য এমন নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত, যা সবাই সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে। রলসের "veil of ignorance" ধারণা অনুযায়ী, এই অবস্থায় ব্যক্তি নিজের সামাজিক অবস্থান, ক্ষমতা, সম্পদ বা পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকে না; অর্থাৎ সে একপ্রকার আত্মপরিচয়বিহীন নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকে। রলসের মতে বাস্তব সমাজে মানুষ সমান নয়—জ্ঞান, সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি কাল্পনিক অবস্থার প্রয়োজন, যেখানে ব্যক্তিরা নিজেদের বাস্তব পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই ধারণা অনুযায়ী, সমাজের সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ন্যায়বিচারের দাবি হল এমনভাবে সুযোগ-সুবিধা বণ্টন করা, যাতে দুর্বলতম ব্যক্তিও উপকৃত হয়। এই বণ্টন শুধুমাত্র ব্যক্তির কাজের পরিমাণ বা অবদানের ওপর নির্ভরশীল হবে না; বরং লক্ষ্য থাকবে সমাজের সামগ্রিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে N. D. Arora এবং S. S. Awasthy তাঁদের *Political Theory* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রলসের দৃষ্টিতে এই ধরনের সুবিধা বণ্টন কেবল ন্যায্যই নয়, বরং ন্যায়বিচারের মূলনীতির সঙ্গেও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। খিলাফতে ন্যায়বিচার একটি কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ হলেও এর উৎস মানবিক

যুক্তি নয়; বরং ঐশী বিধান। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা যায়— ঐশী ন্যায়ের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে, যা বাস্তব প্রয়োগে জটিলতা সৃষ্টি করে। ফলে বলা যায়, রলসের ন্যায়বিচার যুক্তিনির্ভর।
এছাড়া হবস, লক ও রুশোর তত্ত্ব আলোচনা করা যায় যা আমি আগেই আলোচনা করেছি।

উপসংহার:

খিলাফত ধারণাটি মূলত কেবল একটি রাজনৈতিক কাঠামো নয়; এটি এক গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়ানো একটি নৈতিক-রাজনৈতিক দর্শন। এর কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের প্রতি দায়িত্ব, ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকার এবং ক্ষমতার নৈতিক ব্যবহার। দার্শনিকভাবে খিলাফতকে বোঝার জন্য আমাদের প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে, এটি এমন একটি ধারণা যা রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে একটি নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়।

প্রথমত, খিলাফতের দার্শনিক ভিত্তি "নৈতিক সার্বভৌমত্ব" (moral sovereignty) ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এখানে ক্ষমতা কেবল শাসকের হাতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা একটি আমানত (trust), যা জনগণের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য অর্পিত। এই ধারণাটি আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের "social contract" তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন জন লক বা রুশো মনে করেন যে রাষ্ট্রের বৈধতা আসে জনগণের সম্মতি থেকে, তেমনি খিলাফতেও শাসকের বৈধতা নির্ভর করে তার ন্যায়পরায়ণতা ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনের উপর। ফলে এখানে ক্ষমতা কোনো ব্যক্তিগত অধিকার নয়, বরং একটি নৈতিক দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, খিলাফত ন্যায়বিচার (justice) ধারণাকে কেন্দ্রে স্থাপন করে। ইসলামী দর্শনে ন্যায়বিচার কেবল আইন প্রয়োগের বিষয় নয়; এটি একটি সার্বিক নৈতিক আদর্শ, যা অর্থনীতি, সমাজ এবং রাজনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্লেটোর "ideal state" ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে ন্যায়বিচারই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। খিলাফতও ঠিক তেমনই একটি সমাজ কল্পনা করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রাপ্য অধিকার পায় এবং কেউ অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হয় না।

তৃতীয়ত, খিলাফতের দর্শনে "জবাবদিহিতা" (accountability) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শাসক কেবল জনগণের কাছেই নয়, বরং একটি উচ্চতর নৈতিক আদর্শের কাছেও জবাবদিহি। এই ধারণা আধুনিক গণতন্ত্রের "rule of law" নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়— এই নীতিটি খিলাফতের দর্শনেও বিদ্যমান। তবে এখানে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয়, যা হলো আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জবাবদিহিতা।

চতুর্থত, খিলাফত মানবকল্যাণ (human welfare) ও সামাজিক সমতার উপর গুরুত্ব দেয়। এর দার্শনিক দিকটি হলো—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কেবল শৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, বরং মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এটি আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র (welfare state) ধারণার সঙ্গে মিল রাখে। তবে খিলাফতে এই কল্যাণ কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

তবে, দার্শনিকভাবে খিলাফতের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যা আধুনিক বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বহুত্ববাদ (pluralism), ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে খিলাফতের প্রথাগত কাঠামো সরাসরি প্রয়োগ করতে গেলে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারণ, খিলাফত একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছে, যা সব ধরনের সমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্ন উঠে আসে— কোনো ঐতিহাসিক ধারণাকে কি তার মূল কাঠামোসহ আধুনিক সমাজে প্রয়োগ করা সম্ভব, নাকি তার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধগুলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক আধুনিক দার্শনিকই বলেন যে,

ধারণার মূল নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্ব্যাখ্যা করা উচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফতকে একটি স্থির রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে না দেখে, একটি গতিশীল নৈতিক দর্শন হিসেবে দেখা বেশি যুক্তিযুক্ত।

এই প্রেক্ষাপটে "hybrid approach" বা সমন্বিত পদ্ধতির গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মাধ্যমে খিলাফতের নৈতিক মূল্যবোধ— যেমন ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা, মানবকল্যাণ— আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় করা সম্ভব। এতে করে একদিকে ঐতিহ্যের মূল্য সংরক্ষিত হয়, অন্যদিকে আধুনিকতার চাহিদাও পূরণ হয়। সবশেষে বলা যায়, খিলাফত একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যার দার্শনিক গুরুত্ব আজও অটুট। এটি আমাদের শেখায় যে, রাষ্ট্র কেবল ক্ষমতার কাঠামো নয়; এটি একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। যদিও এর ঐতিহাসিক রূপ বর্তমান যুগে সরাসরি প্রয়োগযোগ্য নয়, তবুও এর অন্তর্নিহিত নৈতিক দর্শন আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আরও ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক এবং দায়িত্বশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং, খিলাফতকে অতীতের একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে, একটি জীবন্ত নৈতিক ও দার্শনিক আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত— যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে আজও আমাদের চিন্তা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। (২০০৫)। জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিকতা। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর। (২০১৬) । আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

৩. সেন, অমর্ত্য। (২০০৯)। ন্যায়ের ধারণা। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৪. আহমেদ, নূরুল ইসলাম। (২০১২) । রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

৫. রহমান, ফজলুর। (২০০৩)। ইসলাম ও আধুনিকতা। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

৬. Abdel Haleem, M. A. S. (Trans.). (2004). The Qur'an. Oxford University Press.

৭. Al-Farabi. (1985). Al-Madina al-Fadila (The virtuous city) (R. Walzer, Trans.). Oxford University Press.

৮. Al-Mawardi. (1996). Al-Ahkam al-Sultaniyyah: The laws of Islamic governance (Wafaa H. Wahba, Trans.). Garnet Publishing.

৯. Esposito, J. L. (1998). Islam and politics (4th ed.). Syracuse University Press.

১০. Hobbes, T. (1996). Leviathan (R. Tuck, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1651)

১১. Iqbal, M. (2012). The reconstruction of religious thought in Islam. Stanford University Press.

১২. Kamali, M. H. (1998). Freedom, equality and justice in Islam. Islamic Texts Society.

১৩. Locke, J. (1988). Two treatises of government (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689)

১৪. Plato. (2007). The Republic (G. M. A. Grube & C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing.

১৫. Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.